

শৈশব ও তার বৈশিষ্ট্য

তাপস জানা

বিকাশ সংক্রান্ত মনোবিদ (Development Psychologist) সহমত পোষন করেন যে নবজাতকরা জন্মের প্রথম চার সপ্তাহ পর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া (reflexes) সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যা তাকে মাতৃস্তন চোষার জন্য কোনও বস্তু, সমক্ষ (enable) করে। যা তাহার মুখের কাছে ধরা হয়। অর্থাৎ দুগ্ধ অথবা অন্য তরল পদার্থ মুখে দিলে গিলতে পারে। তিনটি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া খাদ্য গ্রহণের জন্য। অন্য ধরনের চাওয়া, কান্না, সর্দিকাশি, খেলে বমি করে দেওয়া, খাওয়ার অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত জনক ক্রিয়া হলো ব্রেন এর পরিপূর্ণতা লাভ না করার জন্য সৃষ্টি হয়। যখন পেছন এবং গলা থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া হয় তখন কাঁদে বা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করে। এই প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া শৈশব অবস্থার প্রথম দিকে চলে যায়। দীর্ঘদিন একই অবস্থা থাকে তাহলে মধ্যবর্তী মায়া ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা বা সমস্যা আছে বলে ধরা হয়।

একটি সত্যক ব্যবস্থার মধ্যে নবজাতক চিরায়িত এবং উপাদান মূলক অবস্থার সাথে অভ্যস্ত হতে শেখে। এমনকি নবজাতকরা অনুকরণ করতেও সমর্থ হয়। শিশুর মেজাজ (temperament) যা প্রথম কয়েক সপ্তাহ জন্মের পর পর্যবেক্ষিত হয়েছে - তা ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্ব কি ধরনের হবে তার আভাস প্রতিফলিত করে। ঘুমানো, খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ, অস্থির হওয়ার ধরন এবং কান্নার প্রক্রিয়া প্রকাশ করে যে এই সমস্ত শিশু পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বে বিশৃঙ্খলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

সমস্যা

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১২

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

শৈশব কালে (from birth to 18 month) তার সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে যথা হাত পা ছোঁড়া, মাথা সোজা করে থাকে, পেছন ঘুরতে পারে। একা দাঁড়াতে পারে, হামাগুড়ি দিয়ে একে বেকে চলতে পারে। সঠিক বয়সে শিশুর শৈশবকালের এই সব ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে বয়সের সাথে এই সব ঘটনা ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়না।

শৈশব এবং পরবর্তী বিকাশের সম্পর্কে "Piaget" যে অনুসন্ধান করেছেন তার নাম Genetic Pistemology তিনি গ্রহনের উপর আলোকপাত করেছেন যা দুইটি প্রক্রিয়া সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল, একটি হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া বা একাধিকরণ অর্থাৎ একজনের স্থায়ী চিন্তাভাবনার ধরনকে অথবা কাজকে মানিয়ে নিতে পরিবেশকে রূপান্তরিত করা। অর্থাৎ একজনকে অভিযোজন বা থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে অথবা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে তার রূপান্তর করা হয়।

"Piaget" শৈশব কালকে স্পর্শকাতর বা সংবেদন অঙ্গ সঞ্চালন পর্যায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা শিশু বাহির বিশ্বকে জানতে পারে - যা তিন ধরনের ১. সংবেদন ২. উপলব্ধি সংক্রান্ত ৩. অঙ্গ সঞ্চালন

আবেগ জনিত বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয়, যে শিশুর মধ্যে হাসি বিভিন্ন ধরনের হয়। স্পর্শ করে যা তার হাসির উদ্বেক করে। হাসি আনন্দের লক্ষণ এবং ইহা ৪ মাস বয়সে পরিলক্ষিত হয়।

শিশুর পূর্ণপরিণতিপ্রাপ্ত মস্তিষ্কের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। General এবং Macgra শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

ক. দৈহিক খ. ভাষাগত গ. সঙ্গতিমূলক ঙ. ব্যক্তিগত সামাজিক

বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক মানুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের উপযোগী নানারকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়।

১. **শারীরিক বৃদ্ধি** : দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একটা বড় অবশিষ্ট। একমাসে শিশু মাথা তুলতে পারে। দুমাসে মাথা ঘোরা, পাঁচ মাসে কোন কিছু উপর ভর দিয়ে বসতে পারে। এই ভাবে শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথা বৃদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মেরুদণ্ড, হাড় ও পেশী সবল হয়। শৈশবে শরীর গঠনের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে।

শেষাংশ ৪ পাতায়



এই শিশুদের শিক্ষার অধিকার কোথায় ??



সংবাদে শিশু

অপুষ্টি শিশুদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ রাজ্য সরকারী প্রকল্প দেশের ৪২ শতাংশ শিশু যে অপুষ্টির শিকার, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় সে তথ্য ধরা পড়ার পরে বিষয়টিকে জাতীয় লজ্জা বলে অভিহিত করেছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। সমস্যা মোকাবিলায় পরবর্তী পাঁচ বছরে দুলাক্ষ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক। সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রতি রাজ্যে পুষ্টি কাউন্সিল গড়ার। এরসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে অপুষ্টি দূর করার জন্য এতদিন যে টাকা খরচ হল তাতে ফল কি মিলল ? ফল যে বিশেষ মেলেনি পশ্চিমবঙ্গই তার বড় উদাহরণ। স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান অনুসারে রাজ্যের পাঁচটি জেলায় ৯টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু হয়েছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায়। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই কেন্দ্রগুলিতে আসা শিশুর সংখ্যা দৃষ্টান্তমূলকভাবে কম, কারণ, বহু পরিবারের কাছে এই সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে কোন খবর নেই। অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প, তারাই এই উদ্যোগ সম্পর্কে কিছু জানেননা। ফলে আসল উদ্দেশ্যটাই জলে যেতে বসেছে। এরজন্য স্বাস্থ্যকর্তাদের অভিযোগ অঙ্গলওয়াড়ি কর্মীদের দিকে, তারা বলছেন এরা জো এই কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ কখনো হয়নি। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অপুষ্টি শিশুদের চিহ্নিত করে কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা এই কর্মীদের। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তারা শিশুদের চিহ্নিত করতেই পারছেননা। আরেকটি কারণ হল জনসংযোগের অভাবে পুনর্বাসন কেন্দ্রের খবর মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছেনা। এরজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। তবে এরসঙ্গে শিশু-অপুষ্টি রোধে সামাজিক সচেতনতাও সমান জরুরি মনে করছেন জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন।

মেয়ে হওয়ায় কন্যা শিশু খুন বাবার হাতে

পুত্র সন্তানের কামনায় দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজোন গ্রামের মজিবুর শেখ। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর পর দ্বিতীয় স্ত্রীও কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় নিজের দেড় মাসের শিশু কন্যাকে আছড়ে মেরে ফেলেন এই ব্যক্তি। মৃত শিশুটির নাম মানোয়ারা খাতুন। ঘটনার পর মৃতের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শিশুশ্রম রোধে আইন বদলের সুপারিশ

সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রম রোধে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি সরকারি প্যানেল সুপারিশ করেছে। বর্তমান আইন অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিকর ও অ-ক্ষতিকর দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু শিশু অধিকার আন্দোলনকারীরা দুটি ক্ষেত্রে একই ধারার মধ্যে আনার জন্য অনেকদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করা সমস্ত শিশুকেই শিশু শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। সেই দাবীর সমর্থনেই কেন্দ্র সরকার পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছিল।

মালদহ

শিক্ষা অধিকার আইন দিয়ে আলোচনাসভা

মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মালদহ টাউন হলে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে মালদহ জেলা ওয়েবেন-এর পক্ষে সঞ্জয় বসাক আলোচনাসভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানান। মালদহ সহযোগীতা সমিতির পক্ষে বিশ্বজিৎ বোস জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি বলেন, আইন লঙ্ঘন হলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার জনগণের আছে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে তিনি আগামী বিধানসভার অধিবেশনে বিষয়টি তুলে ধরবেন। মালদহ সহযোগীতা সমিতির প্রতিনিধি রবিশংকর আইনটি প্রয়োগ করতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করেন। রহিমপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে তসিরুদ্দিন আহমেদ বলেন, একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি আইনটি প্রয়োগের যথাযথ চেষ্টা করছেন। সত্যবাদী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রী রাজিয়া বিবি আইন লঙ্ঘনের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ি করে বক্তব্য রাখেন। ওয়েবেন-এ রাজ্য সঞ্চালক আইনটির ইতিবাচক দিক, রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে রাজ্য নিয়মবলী তৈরি এবং রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবি তোলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইন লঙ্ঘন হলে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাতে। সভায় মালদহ জেলা ওয়েবেন-এর পক্ষ থেকে মহঃ খিদিরবক্স এবং কাজি নজরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

মুর্শিদাবাদ

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের দাবিতে প্রচার অভিযান

মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারী শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য রাজ্য নিয়মাবলী তৈরি ও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবিতে এক র্যালির আয়োজন করা হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষে আইন লঙ্ঘন করে ভর্তি পরীক্ষা, ভর্তি ফি সহ নানা ধরনের অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকরা অভিযোগ জানাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক এই প্রচার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। সকাল ৭ টায় রাণীনগর ২ নং ব্লক অফিসের সামনে থেকে এই র্যালির যাত্রা শুরু হয়। র্যালি উদ্বোধন করেন বিডিও শ্রী সৈকত গাঙ্গুলী। ব্লকের বিদ্যালয় অবর পরিদর্শক মহঃ রবিউল হাসান নিজে উপস্থিত না থাকতে পারলেও র্যালির সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও স্থানীয় সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই র্যালি মোট ১০টি ব্লকের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে এবং ১৮টি স্থানে পথসভায় শিক্ষা অধিকার প্রয়োগের দাবিতে বক্তব্য রাখা হয় এবং প্রচারপত্র বিলি করা হয়। স্থানীয় মানুষ আগ্রহের সাথে প্রচারপত্র সংগ্রহ করেন এবং শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন মহঃ বেনহুর ইসলাম, মহঃ কলিমুদ্দিন দেওয়ান, চন্দ্রীপ্রসাদ রাজবংশী এবং চিররঞ্জন পাল।

উত্তর দিনাজপুর

শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক সেমিনার

উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক আয়োজিত শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জে গত ২৯শে জানুয়ারী। শ্রীমতি ভারতী সরকার, প্রাক্তন শিক্ষিকা এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও শিশু অধিকার নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাসহ বক্তব্য

ধরেন। এই সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বিদ্যালয়গুলির বাস্তব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন, আইনের নেতিবাচক দিকগুলি এবং শিক্ষকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। এই সভার ইতিবাচক দিকটি হল এই সভায় উপস্থিত সকল শিক্ষকরাই তাদের মতামত পেশ করেন।

জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট বিষয়ক কর্মশালা

উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক গত ৩০শে জানুয়ারী জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট বিষয়ক জেলাস্তরীয় কর্মশালার আয়োজন করে জেলা নেটওয়ার্কের কার্যালয়ে। ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক কিশোর ন্যায়বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০, শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা বিষয়ে শিশু কল্যাণ সমিতির ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনটি প্রয়োগে ওয়েবেনের ভূমিকা ও কর্মসূচীগুলি ব্যাখ্যা করেন। এইসভায় স্থির করা হয় জেলা প্রতিনিধিত্ব আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী জেলার শিশু কল্যাণ সমিতির সঙ্গে দেখা করবেন। হেমতাবাদ ব্লকের প্রতিনিধি একটি শিশুর কথা বলেন যার সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। সভায় স্থির হয় যে জেলা প্রতিনিধিত্ব শিশুটির সঙ্গে দেখা করবেন এবং শিশু কল্যাণ সমিতির কাছে তার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে।

বাঁকুড়া

জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট নিয়ে কর্মশালা ও জেলা কমিটির সভা

বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক তাদের জেলায় জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে গত ২৪শে জানুয়ারী বাঁকুড়ার কাটজুরি ডাঙা মোড়ে। ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক কিশোর ন্যায়বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সদস্যদের বলেন তাদের এলাকা থেকে এ বিষয়ে কেস সংগ্রহ করে সেগুলি জেলার শিশু কল্যাণ সমিতির কাছে জমা করার ওপর জোর দিতে হবে। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা আইনটির বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেন। বাঁকুড়া, ইন্দাস ও ছাতনা ব্লক থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর জেলা কমিটির সভায় রাজ্য কার্যনির্বাহী সভার সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভায় জেলাতে বেশ কিছু কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় - ১) আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবিতে জেলা র্যালির আয়োজন করা হবে। এই র্যালি ইন্দাস, রোল ও সোনামুখিতে হবে। বাঁকুড়া ও ছাতনা ব্লকের জন্য পরে অন্য কর্মসূচী নেওয়া হবে। ২) সিদ্ধান্ত হয় সদস্যরা শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সংগ্রহ করবেন এবং DI ও DM কে জমা দেবেন। এছাড়াও ৩) জেলাতে সই সংগ্রহ ও পোস্ট কার্ড ক্যাম্পেইনও করা হবে।

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের দাবিতে র্যালি

বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ প্রয়োগের দাবিতে এক র্যালির আয়োজন করা হয়। এই র্যালিতে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য নিয়মাবলী তৈরি ও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবি তোলা হয়। ইন্দাস ব্লকের গোবিন্দপুর বাজার থেকে সকাল ৮টার সময় র্যালি শুরু হয়। র্যালির সময় ইন্দাস, পাত্রসায়র এবং সোনামুখি এই তিনটি ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভার আয়োজন করা হয়। পীরতলা, খোসবাগ, কুমরুল, রসুলপুর, পাত্রসায়র, সোনামুখি, ধাগরিয়া, কাঁকরডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, রোল ইত্যাদি জায়গায় পথসভায় শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং স্থানীয় মানুষের কাছে আইনটি প্রয়োগের জন্য সক্রিয় উদ্যোগের আহ্বান জানানো হয়। এই র্যালি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে। র্যালিতে আইন সংক্রান্ত লিফলেট এবং সমপথ বিলি করা হয়।

বর্ধমান

জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক তাদের জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করে গত ১২ই জানুয়ারী বিক্রমশীলার বিঘার কার্যালয়ে। এই সভায় বেশ কিছু নতুন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিচয়পর্বের পর রাজ্য সঞ্চালক বলেন যে এই জেলায় জে জে অ্যাক্টের কর্মশালার পর সাংগঠনিক কারণে আর কোন নিয়মিত কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। কোন কর্মসূচী নেওয়ার আগে সমস্যাগুলি আগে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনার পর দেখা যায় যে, ব্লক আহ্বায়কদের সঙ্গে জেলা আহ্বায়কের যোগাযোগের অভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে শ্রী মুজিবর রহমান জেলা আহ্বায়কের পক্ষ থেকে ব্লক ও রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তিনি নিয়মিত রাজ্যস্তরীয় সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং নিয়মিত রাজ্য অফিসে কর্মসূচীর রিপোর্ট ও হিসাব পেশ করবেন। এরপর বেশ কিছু কর্মসূচী নির্ধারিত করা হয় - ১) আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা আয়োজিত হবে, ২) শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবিতে জেলা র্যালি করা হবে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী, ৩) শিক্ষা অধিকার আইন ও Enrollment বিষয়ক সেমিনার হবে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী। এই সভায় ক্রাই-এর পক্ষ থেকে শ্রী জিতেন্দ্র রথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্মসূচীগুলি চূড়ান্ত করার বিষয়ে বেশ কিছু সুপারামর্শ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী পার্থ মুখার্জী।

শিক্ষা অধিকার বিষয়ক কর্মশালা ও জেলা কমিটির সভা

গত ১২ই জানুয়ারী জেলা কার্যনির্বাহী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে একটি জেলাস্তরীয় ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল গত ২রা ফেব্রুয়ারী মন্তেশ্বর ব্লক কার্যালয়ে। এইদিন আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনিবার্য কারণবশতঃ এইদিনের কর্মশালার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম ছিল। পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে জেলা র্যালি আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ও সেমিনার আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী হবে বলে স্থির করা হয়। সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সংগ্রহ করবেন ও জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির (CWC) সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

হুগলী

কিশোর ন্যায়বিচার (শিশুর যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০ বিষয়ে

ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালা ও জেলা কমিটির সভা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক একটি ধারণাবৃদ্ধির আয়োজন করে। বিষয় ছিল কিশোর ন্যায়বিচার (শিশু যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০। ঐদিন প্রথমার্ধে জেলা কমিটির সভা হয়। এই সভায় শ্রী মলয় সেন বলেন যে, বর্তমানে এই জেলা নেটওয়ার্ক বেশ কিছু সাংগঠনিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। জেলা নেটওয়ার্কের কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখতে হলে মাখলা মুক্ত ধারাকেই আপাতত মূল দায়িত্ব নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সঞ্চালক বলেন, প্রয়োজনে ওয়েবেন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা ও নিজের কাজের এলাকার মধ্যেই ওয়েবেনের ইস্যুগুলিকে যুক্ত করা। রাজ্য ও জেলার নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য একজন সমন্বয়কারীও প্রয়োজন। জেলা আহ্বায়ক শ্রীমতী রুকসানা মন্ডল রাজ্যস্তরীয় সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে বর্তমানে জেলা হিসাব / রিপোর্ট রাজ্য অফিসে পাঠানোসহ নিয়মিত সভাতে অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রী প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জীর নাম চূড়ান্ত করা হয়। এরপর শ্রী মলয় সেন জেলার পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখেন -

- ১) এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা।
- ২) শিক্ষা অধিকার আইন ও জে জে অ্যাক্ট নিয়ে জেলাগতভাবে IEC তৈরি করা,
- ৩) স্বনির্ভর দলের সঙ্গে সচেতনতা শিবির,
- ৪) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সচেতনতা গড়ে তোলা,

৫) সদস্য সংগ্রহ করা,

৬) সমপথ বিতরণ ও বিক্রয় করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ, এবং

৭) জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে পরবর্তী ধারণা শিবির হবে আগামী ৩ মার্চ মাখলা মুক্তধারাতে।

এরপর দ্বিতীয়ার্ধে কিশোর ন্যায়বিচার (শিশুর যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০ সম্পর্কে রাজ্য সঞ্চালক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ওয়েবেনের ইস্যুর সঙ্গে এর সম্পর্ক ও কিতাবে কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করা হবে সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলা সদস্যদের মাধ্যমে জেলা শিশুকল্যাণ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ও অভিযোগ সংগ্রহ করে জমা দেওয়া, জেলার হোমগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো প্রভৃতি কর্মসূচী আলোচনা করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা

শিক্ষা অধিকার বিষয়ে সেমিনার ও টিএলএম প্রদর্শনী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্ক গত ২১ শে জানুয়ারী স্বনির্ভর-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি সেমিনার ও টিএলএম প্রদর্শনীর আয়োজন করে স্বনির্ভর-এর কার্যালয়ে। বাদুরিয়া, দেগঙ্গা, স্বরূপনগর, হাবরা ও বসিরহাট-২ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ও তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানান। শিক্ষামিত্র-এর পক্ষ থেকেও এই সেমিনারে অভিজ্ঞতার কথা শোনান সংগঠনের সদস্যরা। এরপর ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক শ্রী চিরঞ্জন পাল মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ এবং শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন। এরপর টিএলএম বিষয়ক আলোচনার পর শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য, নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় মিডিয়া, শিক্ষামিত্র, ওয়েবেন এবং স্বনির্ভরের পক্ষ থেকে প্রায় ৯৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এর সঙ্গে টিএলএম নিয়ে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা কমিটির পুনর্গঠন করা হল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্ক নতুন উদ্যোগে তাদের কমিটির পুনর্গঠন ও কর্মসূচীর কাজ শুরু করল। রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৩ জনের নতুন কমিটি গঠনের পর ৬ই ফেব্রুয়ারী SSDC-তে নতুন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম আহ্বায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী সমর বরণ মাস্তা। এছাড়া SSDC-র অন্যতম অধিকর্তা ও রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী গোপাল প্রামাণিক এই মহঃ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জেলার অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী শচীন্দ্রনাথ হালদার। অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী রবিশঙ্কর রায় নতুনভাবে শুরু করার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আপাত ৮টি ব্লকে কাজ করা হবে, আরো ২টি ব্লকে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রী প্রামাণিক বলেন ওয়েবেন কোন এনজিও নয়, ওয়েবেন সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, ওয়েবেনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে। পরিচয়পর্বের পর রাজ্য সঞ্চালক বর্তমান পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর জেলাস্তরে ২টি কর্মসূচী স্থির করা হয়। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ওয়েবেনের দর্শন সম্পর্কিত কর্মশালা ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে SSDC-তে এবং ৬ই মার্চ শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে ঐ একই স্থানে। এরপর জেলা ও ব্লক স্তরে যে কর্মসূচীগুলি নেওয়া হয় সেগুলি হল-

- ১) শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ সংগ্রহ,

- ২) রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিগুলি জেলার সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছানো,
- ৩) ২৫% সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ে ওকালতি,
- ৪) জেলার শিশুকল্যাণ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ও হোমগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, পোস্টকার্ড ক্যাম্পেন।

এরপর সাংগঠনিক বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করা হয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

- ১) নতুন সদস্য সংগ্রহ সদস্যপদ পুনর্নির্ধারণ,
- ২) জেলার পুরানো সদস্যদের সঙ্গে নতুন সদস্যরা ব্লকভিত্তিকভাবে যোগাযোগ করবেন ও ব্লকস্তরের সংগঠনকে পুনর্গঠন করবেন,
- ৩) জেলা মোট ৮৬টি সমপথ নেবে ও এর মধ্যে ৬৫টি ব্লকস্তরে বিক্রয় ও গ্রাহকসংগ্রহ করা হবে, জেলাস্তরে ৫টি ব্লকস্তরে ১৬টি সম্পদ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে,
- ৪) প্রত্যেক ব্লকে ১টি ফাইল, মিটিং রেজিস্টার, সদস্য তালিকা, সমপথের হিসাবের খাতা থাকবে। জেলায় মিটিং রেজিস্টার, সদস্য তালিকা, সমপথ, IEC, রিপোর্ট, পেপার কাটিং, মিনিটস, চিঠিপত্র প্রভৃতির ফাইল থাকবে,
- ৫) জেলাতে প্রতিদিন সংবাদপত্র রাখা হবে,
- ৬) আগামী সভায় সদস্য পদের অবস্থান, কর্মসূচী রিপোর্ট পেশ করা হবে এবং অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, এরসঙ্গে আগামী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

এই পর্বটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন শ্রী সমর বরণ মাস্তা। এরপর জেলাতে ৬ জনের একটি সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রতি মাসের ২৫-২৮ তারিখের মধ্যে বসবে। জেলা কার্যনির্বাহী সভায় ভ্রমর পাইক, চন্দনা মিস্ত্রি ও গোবিন্দ হালদার-এর নাম যুক্ত করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলার বর্তমান যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন শ্রী শচীন্দ্রনাথ হালদার ও শ্রী রবিশঙ্কর রায়। রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে এই দুজন জেলার প্রতিনিধিত্ব করবেন। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীতে প্রতিনিধিত্ব করবেন শ্রী রবিশঙ্কর রায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ওয়েবেনের দর্শন বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধির কর্মশালা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্কের কমিটি পুনর্গঠিত হবার পর নতুন সদস্যদের জন্য ওয়েবেনের দর্শন ও লক্ষ্য বিষয়ে একটি ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালা আয়োজিত

১ পাতার পর...

২. ভাষা : শিশু প্রথম ছমাস অস্পষ্ট আওয়াজ করে। একবছর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। কোন বয়সে কত কথা শেখে স্মিথ (Smith) তার একটা হিসাব দিয়েছেন যথা -

বয়স	১ বৎসর	২ বৎসর	৩ বৎসর	৪ বৎসর	৫ বৎসর	৬ বৎসর
শব্দসংখ্যা	৪	২৭২	৮৯৬	১৫৪০	২০৭২	১৫,০০০

৩. প্রক্ষোভ : প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির। এই সময় সামান্য কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্পেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স প্রক্ষোভের এই অসংযত অবস্থা বর্তমান থাকে। কিন্তু চার বৎসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে এই অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে সংযত ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।
৪. কৌতুহল : মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার কৌতুহল। যে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নতুন। অতএব তার জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে না। নিজে পরীক্ষা করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে দেখে। শিশুর এই জানবার এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে শিশু স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি সহজেই শেখে।
৫. প্রবৃত্তি : শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন নতুন জিনিস ও কাজ শিখতে শুরু করে। সেই সময় থেকেই তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি তার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে।

নির্ভরশীলতা : শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু অপরের উপর নির্ভর করেই। মনের দিক দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালোবাসা। সে নিজেকে আর সকলের অনুরাগের একমাত্র কেন্দ্র রূপে দেখতে চায়। শিশু আত্মনির্ভর হতে শেখে তবুও ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না।

ফ্রয়েডের মতে এই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর

হয় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২ সুন্দরবন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (SSDC)-এ। সভার শুরুতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচীর রিপোর্ট বেশ করেন জেলার অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী রবিশঙ্কর রায়। তিনি বলেন মন্দিরবাজার, পাথরপ্রতিমা ও মথুরাপুর এই ৩টি ব্লকে শিশুদলের সভা করা হয়েছে, ১টি পাচারের অভিযোগ পাঠানো হয়েছে জেলার শিশু কল্যাণ সমিতির কাছে। মন্দিরবাজার, উষ্টি, মথুরাপুর-১, পাথরপ্রতিমা, কুল্লি প্রভৃতি ব্লকের ১০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিগুলি দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে ওয়েবেনের সদস্যরা আলোচনা করার জন্য তারিখ ঠিক করবেন, ৫টি ব্লক থেকে ৮৬টি পোস্টকার্ড পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সদস্যপদ গ্রহণ এখনো শুরু করা হয়নি। পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করা হবে আগামী ৬ই মার্চ জেলা কমিটির সভায়।

এরপর উপস্থিত সদস্যদের কাছে ওয়েবেনের দর্শন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। এরসঙ্গে তিনি সমাজে শ্রেণী বৈষম্য, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের অবস্থা ও ওয়েবেনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে ওয়েবেনের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলন কিভাবে গড়ে উঠবে, কিভাবে মানুষকে সংগঠিত করা যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলা নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্যোগ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ‘সচেতনা’ সংগঠনের উদ্যোগে জেলা নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হল। গত ৪ ফেব্রুয়ারি এই উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরের স্মৃতিকণা শ্রী অরবিন্দ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা সঞ্চালক তাপস জানা ওয়েবেন-এর দর্শন ও কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়েবেন-এর সঞ্চালক চিরঞ্জন পাল শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারা ও আমাদের রাজ্যে তা প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাসভায় ২১টি ব্লকের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই ওয়েবেন-এর কাজের সাথে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আগামী সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদ সংকলন

দেয় এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

৭. যৌনতা : আগে মনে করা হত যে শিশুরা কোনরূপ যৌন সচেতনতা থাকে না, বেশ কিছু বয়স হলেই তবে তার মধ্যে যৌন বোধ দেখা দেয়। Frayed (ফ্রয়েডের) ব্যাপক গবেষণা থেকে এই ধারণা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতি শৈশব থেকেই বেশ গভীর ও প্রবল যৌনবোধ শিশুর মধ্যে সক্রিয় থাকে এবং তার আচরণ ও বিকাশ ধারাকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে।
- ফ্রয়েডের মতে, এই শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলে তারপর আসে যৌনতার প্রসুপ্তিকাল (Super Ego), প্রসুপ্তিকালে কোন যৌন আচরণ শিশুর মধ্যল্য ব্যাহত দেখা যায় না। এ সময় সমস্ত যৌনবিকাশ শিশুর মধ্যে নিহিত অবস্থায় ঘটে। এই প্রসুপ্তিকাল থাকে যৌবনাগম পর্যন্ত। যৌবনাগমে তার যৌনতা সুপরিণত ও স্বাভাবিক রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে।
৮. সর্বপ্রাণবাদ : জড়ই হোক আর প্রাণীই হোক সকল বস্তুকেই শিশু প্রাণবান বলে মনে করে। চেয়ারটা যখন পড়ে যায় বা বলটা মাটিতে গড়ায় তখন শিশু সেগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে। ৫-৬ বৎসর বয়স থেকে শিশুর এই সর্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে সেসব কিছুই ব্যাখ্যা করতে শেখে।
৯. চিন্তন ও ধারণা : শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তার চিন্তন অধিকতর ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। ধারণা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সবদিক দিয়ে পরিণতি লাভ করে। সত্যাকারের বিচারকরনের ক্ষমতা ৭-৮ বয়সের আগে দেখা দেয় না।

অবশ্য বংশানুক্রমে যা (Blood Relation) শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি আবার শিশুর পারিবারিক, শারীরিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক পরিস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে বৈষম্য দেখা যায়।

শিক্ষার অধিকার এবং শিশু পুষ্টি নিয়ে আলোচনা সভা

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই)-এর উদ্যোগে ও বীরভূম জেলা বিদ্যালয় সংসদের সহায়তায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বোলপুর গীতাঞ্জলী হলে শিক্ষার অধিকার এবং শিশু-পুষ্টি নিয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও শিল্পী প্রয়াত শ্যামলী খাস্তুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত নন্দী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১২৮টি বিদ্যালয়ে প্রতীচী এবং ক্রাই-এর যৌথ উদ্যোগে কাজ চলছে। বই পড়া উৎসব, দেওয়াল পত্রিকা, শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক সাড়া বিলোচ্ছে বলে তিনি জানান। ক্রাই-এর পক্ষে জীতেন্দ্র রথ প্রতীচীর সাথে এই যৌথ প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, ছোটো ছোটো সাফল্যকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। শিশু সুরক্ষায় শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জেলার বিভিন্ন ব্লকের শিক্ষক প্রতিনিধিরানান্য সমস্যার কথা ব্যাখ্যা করেন। মিড-ডে-মিলের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ কম, শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য সঠিক নির্দেশিকার অভাব, ভাষাগত সমস্যা, শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য কাজে শিক্ষকদের চাপ, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকদের অভাব, মিড-ডে-মিল রান্না নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লড়াই, পুষ্টি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি সমস্যার কথা তারা তুলে ধরেন। বেশ কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথাও শিক্ষক প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন। শিশুসংসদ গঠন, সজীবগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তাঁরা জানান। বিক্রমশীলার পক্ষে পার্থ মুখার্জী তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। ওয়েবেন-এর পক্ষে চিরঞ্জন পাল বলেন, প্রকৃত পুষ্টি ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, শিশুর বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবারের সাথে বিশুদ্ধ পানীয় জল, ঘুম, ভয়হীন শিশুবান্ধব পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে মিড-ডে-মিলের গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দুটি বিজ্ঞপ্তি (২৪০ টাকা উন্নয়ন ফি এবং বিদ্যালয়ে শান্তি) বিষয়ে তিনি সমালোচনা করে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি দুটি শিক্ষা অধিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে ‘রাইটিং প্রাইমারী এডুকেশন’ এবং ‘শিশু শিক্ষার ভূমিকা’ শীর্ষক দুটি গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয় অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের উপস্থিতিতে। অধ্যাপক সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে শিশুদের শিক্ষার অধিকার কার্যকর করতে একটি অঙ্গীকার করেন। ক্রাই-এর পক্ষে সত্যগোপাল দে তাঁর বক্তব্যে প্রতীচীর সাথে যৌথভাবে কাজের যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা উল্লেখ করেন। তিনি অধ্যাপক সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন মগিপুরে বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর দখলে থাকায় শিশুদের শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন, বিভিন্ন গবেষণা থেকে পুষ্টি এবং চিন্তাশক্তির সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে কন্যা শিশুদের ভর্তির শতাংশ এবং টিকাকরণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক, অভিভাবক এবং সামাজিক সংগঠনগুলির মঞ্চে যোগাযোগ কাঠামোর প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।



সিলেবাস বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা

সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত সিলেবাস বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের সিলেবাস ও কারিকুলাম সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট সর্বসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে দিয়েছেন। গত ১৪ই জানুয়ারী উদ্যাচল ট্যুরিস্ট লজে এই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, অন্যান্য সংগঠনদের নিয়ে বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি এবং প্রতীচী ট্রাস্ট এর যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে খোলাখুলি আলোচনা ও মতামত বিনিময়। প্রতীচী ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রী মানবেশ সরকার সকলকে স্বাগত জানান। এরপর বিক্রমশীলার পক্ষ থেকে সংগঠনের অধিকর্তা শ্রীমতি শুক্লা চ্যাটার্জী এই আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন এবং রিপোর্টটি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এরপর বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলেন। ABTA, BPTA, ABPTA, BTEA, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংঘ সহ প্রায় ১৪টি শিক্ষক সংগঠন এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি শ্রী অতীক মজুমদার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের মতামত এই রিপোর্টকে যুক্তিসঙ্গতভাবে চূড়ান্ত করার জন্য কতটা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন চূড়ান্ত হবার পর রিপোর্টটি বই-এর আকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন যে, শিক্ষার প্রতিটি দিক সম্পূর্ণভাবে এই রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কমিটির প্রধান সচিব শ্রী দিব্য গোপাল ঘটক তাঁর বক্তব্যে বলেন এই রিপোর্ট শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিকল্প ভাবনাচিন্তার কথা বলেছে। এর অন্য একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের অবস্থা কোথায় তা অনুধাবন করা। এরপর কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

অ্যাক্টের নবম বার্ষিক সম্মেলন

অ্যাসোসিয়েশন অফ কনধান্ড টিচারস (অ্যাক্ট) তাদের নবম বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সংগঠনের কার্যালয়ে গত ৮ই জানুয়ারি, ২০১২। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক সুশান্ত বসু। অধ্যাপক মনোজ চ্যাটার্জী গত সভার সিদ্ধান্তগুলি পাঠ করেন এবং অংশগ্রহণকারীরা সেটি অনুমোদন করেন। সংগঠনের সচিবের বক্তব্য পেশের পর আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। এরপর বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ সংগঠনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ওয়েবেন, কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, বিভিন্নইউস তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী সুনন্দ সান্যাল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তিনি রাজ্য সরকারের শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট ও যথাযথ নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ওড়িশা থেকে একজন প্রতিনিধিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।

কলকাতা বই মেলায় আড্ডা-প্রো-এনজিও- আয়োজিত আলোচনা সভা

গত ২রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা বইমেলায় ভারত মার্কিন কৃষিজ্ঞান চুক্তি (AKI) বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় DRCS তথা আড্ডা-প্রো-এনজিও-র পক্ষ থেকে। মূল আলোচক ছিলেন শ্রী অতী দত্ত মজুমদার, শ্রী তুষার চক্রবর্তী ও শ্রী কল্যাণ রুদ্র। আলোচনার শুরুতেই DRCS-এর পক্ষ থেকে দুটি বই-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। শুরুতে প্রথম বক্তা শ্রী দত্ত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে মূলত (AKI) চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরসঙ্গে তিনি ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষির ওপর মার্কিন দেশগুলি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস, সবুজ বিপ্লবের ইতিহাস ও কৃষিসঙ্কট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর শ্রীচক্রবর্তী বর্তমানে ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যার কারণ ও কৃষিসঙ্কট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর শ্রী চক্রবর্তী বর্তমানে ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যার কারণ ও কৃষিসঙ্কটের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রেক্ষাপট নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। শেষে শ্রীরুদ্র পূর্ববর্তী বক্তা শ্রী দত্ত মজুমদারের বক্তব্যের রেশ ধরে সবুজ বিপ্লবের ইতিহাস ও তার প্রেক্ষাপট এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই মার্কিন দেশগুলির অভিসন্ধি ও ভারতের কৃষির বর্তমান সঙ্কটের বিষয়ে মতামত পোষণ করেন।

উন্নয়ন এবং শান্তি নিয়ে আলোচনা সভা

হান্সার ফ্রি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যামপেইন-এর উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট-অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ “উন্নয়ন এবং শান্তি” শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে সদ্য প্রয়াত রাজেশ জয়সওয়াল-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক দীপঙ্কর সিংহ আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। তিনি বলেন, শান্তির আওতাজে বহু প্রতিবাদ, প্রতিরোধকে চাপা দেওয়া হচ্ছে। শান্তির নামে ধারাবাহিক আগ্রাসন চলছে। তিনি বলেন, কোনো নীতি গ্রহণ না করাটাও একপ্রকার হিংসা। কার জন্য উন্নয়ন এই প্রশ্ন তোলাটাও জরুরী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সামাজিক ন্যায় বিচার এবং উন্নয়নের নীতি বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন। ‘কাসা’ সংগঠনের মমতা সান্যাল এনজিও-র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে ব্যাখ্যা করে তাঁর মতামত এবং অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি উদ্যোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। ড. বুদ্ধদেব ঘোষ অধিকার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছ প্রশ্ন তোলেন এবং তিনি বিবেচনাকরণের পক্ষে সওয়াল করেন।

শিক্ষা উন্নয়ন সূচক : শিশুশিক্ষা পরিমাপের একটি ভালো হাতিয়ার

■ রবি রায় ■

(পূর্ব প্রকাশিতে পর)

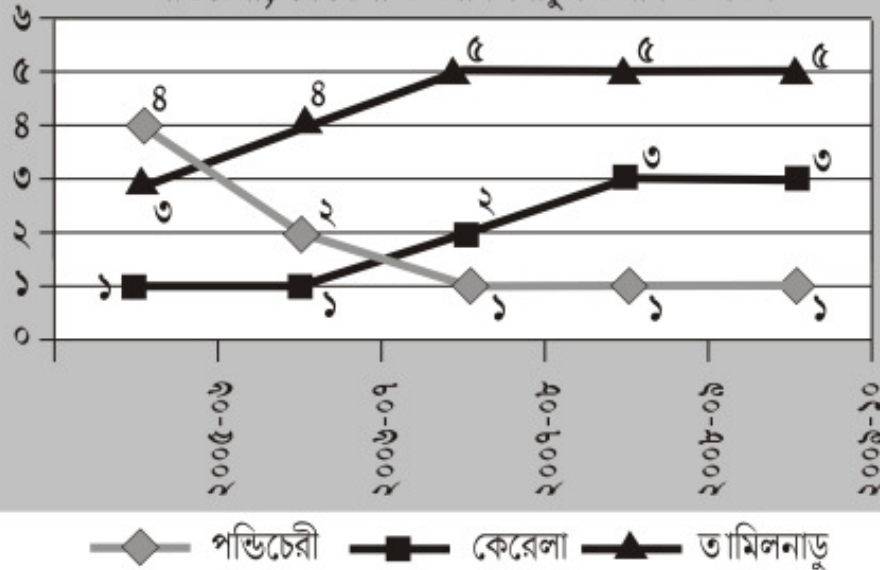
উভয়ে মিলিয়ে :

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক - উভয়ের মিলিত (Composite) তালিকায়ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজ্যের নাম পন্ডিচেরী। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা পন্ডিচেরী পরের বছর (২০০৬-০৭) এক ধাপ এগিয়ে হয় তৃতীয় এবং শেষ তিন বছর (২০০৭-০৮ - ২০০৯-১০) দখলে নেয় প্রথম স্থানটি। উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে পন্ডিচেরীর সর্বাধিক কাছের প্রতিযোগী কেরালা। তালিকায় প্রথম দু'বছর (২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭) কেরালা ছিল প্রথম স্থানে, তৃতীয় বছরে (২০০৭-০৮) দ্বিতীয় স্থানে এবং শেষ দু'বছরে তৃতীয় স্থানে। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে পন্ডিচেরী চতুর্থ থেকে উঠে এসেছে প্রথম স্থানে আর কেরালা প্রথম থেকে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে। ধারাবাহিকভাবে তালিকায় শীর্ষ পাঁচে থাকা তিনটি রাজ্যের শেষটি হল তামিলনাড়ু। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা তামিলনাড়ু পরের বছর (২০০৬-০৭) এক ধাপ পিছিয়ে হয় চতুর্থ এবং শেষ তিন বছরে (২০০৭-০৮ - ২০০৯-১০) দখলে নেয় প্রথম স্থানটি। এর পরেই

উল্লেখযোগ্য নাম লাক্ষাদ্বীপ। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটি ২০০৭-০৮ সালে ছিল তালিকায় তৃতীয় স্থানে, পরের দু'বছর (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০) পায় দ্বিতীয় স্থান। ২০০৫-০৬ এ ২০০৬-০৭ সালে অঞ্চলটির র‍্যাঙ্ক ছিল যথাক্রমে ১০ ও ৭, বলা চলে ধারাবাহিক অগ্রগতি। পিছিয়ে পড়েছে দিল্লি। ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৭-০৮ সাল - এই তিন বছর শীর্ষ পাঁচের মধ্যে থাকলেও (র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪) শেষ দু'বছর পর পর র‍্যাঙ্ক ৮ - অবশ্যই অবনতি। শীর্ষ পাঁচে স্থান পাওয়া বাকী দু'টি নাম হল চন্ডিগড়, হরিয়ানা এবং আ: ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ সালে চন্ডিগড় ছিল পঞ্চম স্থানে, পরের তিন বছরে (২০০৭-০৮ - ২০০৯-১০) র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ৬, ১০ ও ৬। ২০০৮-৯ সালে হরিয়ানার র‍্যাঙ্ক ছিল ৪, আগের বছরে (২০০৭-০৮) ৭, তার আগের দু'বছরে (২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭) যথাক্রমে ২৩ ও ২০ এবং শেষ বছরে (২০০৯-

শিক্ষা উন্নয়ন সূচক (১ম-৮ম) (২০০৫-৬ - ২০০৯-১০)

পন্ডিচেরী, কেরালা ও তামিলনাড়ুর উত্থান ও পতন

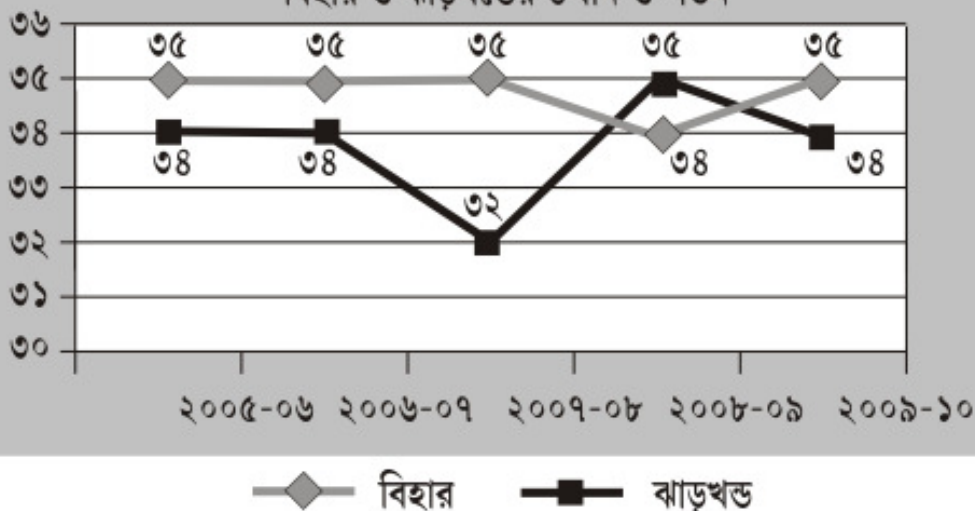


১০) ১১। ২০০৯-১০ সালে আ: ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ চতুর্থ স্থান পায়, আগের বছরগুলিতে (২০০৫-৬ - ২০০৯-১০) এই দ্বীপপুঞ্জটির র‍্যাঙ্ক ছিল যথাক্রমে ২০, ১১, ১৫ ও ৭ - উন্নতির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। (সারণি-ক ও চিত্র-৭ দ্রষ্টব্য)

র‍্যাঙ্ক অনুসারে শেষ ৫টি রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম বিহার। প্রথম তিন বছরে (২০০৫-০৬ - ২০০৭-০৮) বিহারের র‍্যাঙ্ক ছিল ৩৫, পরের বছরে (২০০৮-০৯) এক ধাপ উঠে ৩৪, শেষ বছরে (২০০৯-১০) আবার নেমে ৩৫। পিছিয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় পরের নামটি ঝাড়খন্ড। প্রথম দু'বছরে (২০০৫-০৬ - ২০০৬-০৭) রাজ্যটির র‍্যাঙ্ক ছিল ৩৪, পরের বছরগুলিতে (২০০৭-০৮ - ২০০৯-১০) র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ৩২, ৩৫ ও ৩৪। (সারণি-ক চিত্র-৮ দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা উন্নয়ন সূচক (১ম - ৮ম) (২০০৫-৬ - ২০০৯-১০)

বিহার ও ঝাড়খন্ডের উত্থান ও পতন



তালিকার শেষ পাঁচে প্রথম থেকে চতুর্থ বছর (২০০৫-০৬ - ২০০৮-০৯) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নাম বেশ উজ্জ্বল, র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ৩২, ৩৩, ৩৩ ও ৩২। অন্তিম বছরে (২০০৯-১০) পশ্চিমবঙ্গ এক লাফে পৌঁছে গেছে ২৬-এ - অগ্রগতি। শেষ পাঁচে অবস্থানকারী অন্য রাজ্যগুলি হল - আসাম, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়। পাঁচ বছরে (২০০৫-০৬ - ২০০৯-১০) আসামের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ৩০, ৩১, ৩১, ৩৩ ও ৩২ - একে অগ্রগতি বলে না। ২০০৫-০৬ সালে উত্তরপ্রদেশ ছিল ৩১তম স্থানে, পরের বছরগুলিতে (২০০৬-০৭ - ২০০৯-১০) এই রাজ্যের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ২৬, ২৭, ২৩ ও ২৩ - তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি অগ্রগতি। পাঁচ বছরে (২০০৫-০৬ - ২০০৫-০৬) অরুণাচল প্রদেশের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ৩৩,

৩২, ৩৪, ৩০ ও ৩১ - সামান্যই অগ্রগতি। তালিকায় পাঁচ বছরে (২০০৫-০৬ - ২০০৫-০৬) মেঘালয়ের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ২৬, ২৮, ৩০, ৩১ ও ৩৩ - ধারাবাহিক অধোগতি। (সারণি-ক এবং ৩ দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকস্তরে সম্মিলিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত রাজ্যগুলির মতই বাকী রাজ্যগুলির সূচক তালিকায় অবস্থানের ক্ষেত্রে আলোচ্য সময়কালে (২০০৫-০৬ - ২০০৮-০৯) কয়েকটির যেমন অগ্রগতি ঘটেছে তেমনি কয়েকটি আবার পিছিয়েও পড়েছে। ২০০৫-০৬-এর তুলনায় ২০০৯-১০-এ যেগুলির অগ্রগতি ঘটেছে সেগুলি হল - দাদরা ও নগর হাভেলি (২০০৫-০৬-এ ছিল ২৪, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২০), দমন ও দিউ (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ৯), গোয়া (২০০৫-০৬ -এ ছিল ১৮, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১০), নাগাল্যান্ড (২০০৫-০৬-এ ছিল ২৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৯) এবং পাঞ্জাব (২০০৫-০৬ -এ ছিল ১৪, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ৭) - মোট ৫টি। আর একইভাবে যেগুলির পশ্চাৎগতি ঘটেছে সেগুলি হল - অন্ধ্রপ্রদেশ (২০০৫-০৬-এ ছিল ৮, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৪), ছত্তিশগড় (২০০৫-০৬-এ ছিল ২২, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৭), গুজরাট (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৩, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৫), হিমাচল প্রদেশ (২০০৫-০৬-এ ছিল ৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৫), জম্মু ও কাশ্মীর (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৬, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৫), কর্ণাটক (২০০৫-০৬-এ ছিল ৬, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৫), মহারাষ্ট্র (২০০৫-০৬-এ ছিল ১২, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৩), মনিপুর (২০০৫-০৬-এ ছিল ২১, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৪), মিজোরাম (২০০৫-০৬-এ ছিল ৯, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৮), রাজস্থান (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৯, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২২), সিকিম (২০০৫-০৬-এ ছিল ১১, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১২), ত্রিপুরা (২০০৫-০৬-এ ছিল ২৫, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৯) এবং উত্তরাখন্ড (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৫, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২১) - মোট ১৩টি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আলোচ্য এই ১৮টি রাজ্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যই বুনয়াদিস্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগের তুলনায় পিছিয়ে গেছে। (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)

সারণি-৩										
ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা উন্নয়ন সূচক										
Composite Educational Development Index (EDI)										
All Schools : All Managements										
রাজ্য/কেন্দ্র অঞ্চল	উভয় মিলিয়ে									
	২০০৫-০৬		২০০৬-০৭		২০০৭-০৮		২০০৮-০৯		২০০৯-১০	
	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	০.৫৬৬	২০	০.৬৭৬	১১	০.৭০৭	১৫	০.৭৩৬	৭	০.৭৪৬	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৬৫৪	৮	০.৬৭০	১২	০.৭৪০	১১	০.৭০২	১৪	০.৬৬২	১৪
অরুণাচল প্রদেশ	০.৪৫৮	৩৩	০.৪৫৮	৩২	০.৪৮৫	৩৪	০.৫১৬	৩০	০.৪৭৪	৩১
আসাম	০.৪৯০	৩০	০.৪৭৭	৩১	০.৫১৫	৩১	০.৪৮৩	৩৩	০.৪৪৫	৩২
বিহার	০.৩২৭	৩৫	০.৩২১	৩৫	০.৪০৬	৩৫	০.৪৬৩	৩৪	০.৪২১	৩৫
চন্ডিগড়	০.৬৯০	৫	০.৭৩১	৫	০.৭৬৩	৬	০.৭২২	১০	০.৭৩৫	৬
ছত্তিশগড়	০.৫৫৯	২২	০.৫২১	২৭	০.৫৭০	২৯	০.৫৭৭	২৬	০.৪৯৮	২৭
দাদরা ও নগর হাভেলি	০.৫৩৮	২৪	০.৫৩৫	২৫	০.৬৫৬	২০	০.৬১৭	২২	০.৬০২	২০
দমন ও দিউ	০.৫৯২	১৭	০.৬৩১	১৮	০.৭৫০	৮	০.৭২৮	৯	০.৬৯৭	৯
দিল্লি	০.৭০৭	২	০.৭৫৭	৩	০.৭৮০	৪	০.৭৩২	৮	০.৭২০	৮
গোয়া	০.৫৮৬	১৮	০.৬৪৫	১৬	০.৭১৬	১৪	০.৬৭৮	১৭	০.৬৯২	১০
গুজরাট	০.৬৩০	১৩	০.৬৭৭	৯	০.৭৪৮	৯	০.৭০২	১৩	০.৬৫৭	১৫
হরিয়ানা	০.৫৫৬	২৩	০.৬১২	২০	০.৭৫৫	৭	০.৭৫২	৪	০.৬৮০	১১
হিমাচল প্রদেশ	০.৬৬৮	৭	০.৭০৭	৬	০.৬৯৫	১৭	০.৬৭৯	১৬	০.৬৫৪	১৭
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৫৯৭	১৬	০.৬৩৩	১৭	০.৬৭৮	১৮	০.৬২৩	২১	০.৫১২	২৫
ঝাড়খন্ড	০.৪৩৫	৩৪	০.৩৮১	৩৪	০.৪৯১	৩২	০.৪৫৬	৩৫	০.৪৩১	৩৪
কর্ণাটক	০.৬৭৪	৬	০.৬৮০	৮	০.৭৪৩	১০	০.৭০৮	১২	০.৬৫৬	১৬
কেরালা	০.৭০৮	১	০.৭৭২	১	০.৭৯১	২	০.৭৫৬	৩	০.৭৭২	৩
লাক্ষাদ্বীপ	০.৬৫০	১০	০.৬৯২	৭	০.৭৮৮	৩	০.৮১২	২	০.৭৯৫	২
মধ্যপ্রদেশ	০.৫১২	২৯	০.৪৮১	৩০	০.৫৯০	২৬	০.৫৭৮	২৫	০.৪৮৬	৩০
মহারাষ্ট্র	০.৬৩৫	১২	০.৬৭৭	১০	০.৭২৭	১৩	০.৭০০	১৫	০.৬৬৩	১৩
মনিপুর	০.৫৬৪	২১	০.৫৯৮	২১	০.৬১১	২৪	০.৫৪৭	২৭	০.৫১৯	২৪
মেঘালয়	০.৫৩৪	২৬	০.৫১৭	২৮	০.৫৫৬	৩০	০.৫১০	৩১	০.৪৩৩	৩৩
মিজোরাম	০.৬৫০	৯	০.৬৬১	১৪	০.৭০৫	১৬	০.৭১৪	১১	০.৬৪১	১৮
নাগাল্যান্ড	০.৫৩৩	২৭	০.৫৮১	২৩	০.৬৫৩	২৩	০.৬৫৪	২০	০.৬২৪	১৯
ওড়িশা	০.৫১২	২৮	০.৪৮৭	২৯	০.৫৭২	২৮	০.৫৪৫	২৮	০.৪৯৬	২৮
পন্ডিচেরী	০.৭০০	৪	০.৭৭১	২	০.৮০৮	১	০.৮৪১	১	০.৮১৩	১
পাঞ্জাব	০.৬০৮	১৪	০.৬৫৪	১৫	০.৭৩২	১২	০.৭৩৭	৬	০.৭৩০	৭
রাজস্থান	০.৫৮৩	১৯	০.৫৮২	২২	০.৬৫৩	২২	০.৬১২	২৪	০.৫৪৪	২২
সিকিম	০.৬৩৫	১১	০.৬৬২	১৩	০.৬৫৬	২১	০.৬৭০	১৮	০.৬৭৮	১২
তামিলনাড়ু	০.৭০১	৩	০.৭৪১	৪	০.৭৭১	৫	০.৭৫০	৫	০.৭৪৪	৫
ত্রিপুরা	০.৫৩৫	২৫	০.৫৪৫	২৪	০.৬০৯	২৫	০.৫৩৯	২৯	০.৪৯১	২৯
উত্তরপ্রদেশ	০.৪৮২	৩১	০.৫২৬	২৬	০.৫৮৬	২৭	০.৬১৪	২৩	০.৫২৩	২৩
উত্তরাখন্ড	০.৬০৫	১৫	০.৬২৯	১৯	০.৬৬০	১৯	০.৬৬১	১৯	০.৫৮৭	২১
পশ্চিমবঙ্গ	০.৪৬৭	৩২	০.৪৫৮	৩৩	০.৪৮৮	৩৩	০.৪৯৪	৩২	০.৫০৩	২৬

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকস্তরে সম্মিলিতভাবে দেশের মোট ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সামগ্রিক তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে ৩টিতে ২০০৫-০৬-এর অবস্থান ২০০৯-১০-তেও একই রয়েছে, সেগুলি হল - বিহার (৩৫), ঝাড়খন্ড (৩৪) ও ওড়িশা (২৮)। বাকী ৩২টির মধ্যে ২০০৫-০৬-এর তুলনায় ২০০৯-১০-এ অগ্রগতি ঘটেছে (কোনো কোনোটিতে সামান্য হলেও) মোট ১৩টিতে এবং পিছিয়ে পড়েছে (কোনো কোনোটিতে সামান্য হলেও) মোট ১৯টিতে। দেখা যাচ্ছে পিছিয়ে পড়ার সংখ্যাই বেশি, ৫৯ শতাংশ। অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম আ: ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া, হরিয়ানা, লাক্ষাদ্বীপ, নাগাল্যান্ড, পন্ডিচেরী, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ এবং পিছিয়ে পড়াদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মেঘালয় ও মিজোরাম। (সারণি-৩ ও চিত্র-৯ দ্রষ্টব্য)

(চলবে)

মানব-সম্পদ উন্নয়ন

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

জনসংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষকে মানবসমুদ্রের সাথে তুলনা করে যেতে পারে। মানবসমুদ্রে মানবসম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার থাকার কথা। কিন্তু কোথায়? যেটুকু বা আছে তার “বিকাশ” কোথায়? মানবসম্পদের বিকাশ কি শুধু লেখাপড়া শেখানোর মধ্যেই সম্ভব? Admission Test, Coaching, Grade, Percentage এইসব নিয়ে যে তীব্র প্রতিযোগিতা শৈশবের গোড়া থেকে যৌবনের শেষ পর্যন্ত চলে তাকেই কি বলে “মানব সম্পদের বিকাশ”?

সম্ভবত : ভারতবর্ষই পৃথিবী একমাত্র দশ যেখানে প্রাকৃতিক বৈচিত্রের পাশাপাশি এত বেশি পারস্পরিক বৈপরীত্যও দেখা যায়। আমাদের দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর অথচ এখনো এদেশে অনাহারে মানুষ মরে। আমাদের দেশেই মানুষের হাতে হাতে মোবাইল কিন্তু ঘরে ঘরে অন্ধকার। বিশ্বের সব থেকে ২০ জন ধনী মানুষের মধ্যে দু-এক জন ভারতবাসীকে দেখে যত না আনন্দ, গর্ব হয় তার চেয়ে বড় হতাশা মনের গভীরে জন্মায় যখন দেখি অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি রিপোর্ট অনুসারে দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষেরই দৈনিক ২০ টাকা খরচ করার মত আর্থিক সক্ষমতা নেই। এত অগ্রগতি সত্ত্বেও শিশু-অপুষ্টির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের থেকেও নিচে কেন কারওই জানা নেই। সমৃদ্ধির বান ডাকা আধুনিক ভারতে আর্থিক উজ্জ্বলতার পাশাপাশি মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রটি এতখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন? ?

মানব উন্নয়ন মানচিত্রে ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থানটির দিকে তাকালে দেখা যায় ২০০৫ সালে পৃথিবীর ১৮২টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকের তালিকায় ভারতবর্ষের স্থান ছিল ১২৮। রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে বর্তমানে ভারতবর্ষের গড় মানব উন্নয়নের স্থান দাঁড়িয়েছে ১৩৪। অর্থাৎ ৪ বছরে ৬ ধাপ অবনমন ঘটেছে।

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯

	মেক্সিকো	ব্রাজিল	চীন	ভারত
মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রম	৫৩	৭৫	৯২	১৩৪
প্রত্যাশিত গড় আয় (বছর)	৭৬	৭২.২	৭২.৯	৬৩.৪
পূর্ণবয়স্ক - সাক্ষরতার হার (শতাংশ)	৯২.৮	৯০.৩	৯৩.৩	৬৬.০
ক্রয়ক্ষমতা সমতাভিত্তিক মাথাপিছু আয়	১৪,১০৪	৯,৫৬৭	৫,৩৮৩	২,৭৫৩
মানব দারিদ্রসূচক ক্রম	২৩	৪৩	৩৬	৮৮
উপযুক্ত মান থেকে কম ওজনের (অপুষ্টি) শিশু (শতাংশ)	৫	৬	৭	৪৬

মানব সম্পদ উন্নয়নের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারী খরচের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বিশেষতঃ আমাদের মতো কল্যাণকর রাষ্ট্রে তা ভুলে গেলে বিপদ। বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে সরকারি বিনিয়োগ থাকাটা একান্ত জরুরী। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষাখাতে ১৯৯০ সালে বরাদ্দ ছিল GDR-র ৩.৭% আর ১৫ বছর পরেও বার্ষিক বরাদ্দ ৩.৮% থেকে গেছে। স্বাস্থ্য খাতেও বরাদ্দ অতি সামান্য অংশ এটাই প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের মতো দারিদ্র্য কবলিত দেশে সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে এই সামান্য বরাদ্দ কখনোই মানব সম্পদের যথাযথ উন্নতি ঘটাতে পারে না।

সমগ্র পৃথিবীতে যত নিরক্ষর মানুষ আছে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতে বাস করে। এই বিপুল নিরক্ষর ভারতবাসী যে মানব উন্নয়নের পথে প্রবল বাধা তা কি দেশের পরিচালকেরা জানেন না, নাকি জেনেও মানেন না? শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিপুল ঘাটতি অসংখ্য মানুষের মধ্যে তৈরি করেছে সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণে অনীহা, কুসংস্কার আর অসচেতনতা। এগুলির প্রকাশ পাচ্ছে কোথাও শিশুদের টীকাদানে আপত্তি, কোথাও শৌচাগার ব্যবহারে। এখনো সারাদেশে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ খোলা মাঠে মল-মূত্র ত্যাগ করেন। অথচ আমাদের দেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি। “মানব সম্পদ উন্নয়ন” - গালভরা কথাটা শুনে ভালোলাগে তখনই - যদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তার কোনও অর্থ থাকে। যে দেশের মানুষ এতই দরিদ্র যে তার দু-বেলা খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, যে দেশের শিশুরা জন্মাবার পর থেকেই ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার, যেদেশে শুধুমাত্র নাম সই করতে শিখিয়েই সাক্ষরতা অর্জনের ঢাক পেটানো হয়, যে দেশে রাজনৈতিক দখলের প্রশ্নে তোলপাড় চলে অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়ে দায়সারা ভাব লক্ষ্য করা যায় - যেখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই দেশের সর্বদীন উন্নতি, প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নত হতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দেশবাসীর বৃহত্তর অংশ এমন এক মৌলিক অক্ষমতার শিকার যে, তাঁদের পক্ষে নিজেদের গলার আওয়াজ বের করা কঠিন।

অন্যদিকে, যাঁদের গলার আওয়াজ শোনা যায়, তাঁরাও এই ব্যাপারে চুপ। আর তাই ১৯৮৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা মন্ত্রকটাকেই নাম বদলে “মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক” করে দিলেও সারা দেশে কোনোরকম উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়না। আমাদের একাধিক অক্ষমতার মধ্যে অন্যতম নিরক্ষরতা - যে দিকটায় রাষ্ট্র কখনোই জোর দেয়নি। স্বাধীনতা লাভের ছয় দশক পরেও যদি শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ লোক নিরক্ষর থাকে সেদেশের মানব বিকাশ বা মানব উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? শিক্ষা ক্ষেত্রে একদিকে যেমন অর্থ বরাদ্দ হয়েছে অত্যন্ত কম যেমনি যেটুকু বরাদ্দ হয়েছে তার ঠিকমতো ব্যবহার হয়নি। সামান্য পড়তে পারার মধ্যে দিয়ে জানা, যে সাধারণ জ্ঞান আহরণ হয় তা একদিকে যেমন জীবনের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলা যায় তেমনি ব্যক্তিগত ভালো থাকাকেও প্রভাবিত করে। সামান্য লিখতে পারা ও ছোট অঙ্ক করতে পারার মধ্যে দিয়ে যে সক্ষমতা গড়ে ওঠে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গি, অন্য আশা গড়ে ওঠে যেখান থেকে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রতম ভারতবাসীও তাঁর সন্তানকে বিদ্যালয় মুখী করতে চান। আর সেখান থেকেই চরম সত্য অনুভব করে অজানা শঙ্কায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শিক্ষিত শাসক সমাজ শিক্ষাকে গুরুত্ব কম দিতে চান।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র চরম উদাসীন। একে তো বহু মানুষ একবেলা খাবারে ব্যাপারেও নিশ্চিত নন, শিশু ও মায়াদের মধ্যে অর্ধেকেরই অপুষ্টিতে ভোগেন ফলে অপুষ্টি মা অবধারিতভাবেই যে অপুষ্টি শিশুর জন্ম দেন তা শিশুটির পরবর্তী জীবনে তো বটেই পরোক্ষ দেশের পক্ষেও ক্ষতিকর। এর সাথে আছে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার চরম দুর্বলতা। মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাকে নিয়ে না ভাবলে ‘মানব সম্পদ উন্নয়ন’ সম্ভব নয়। “মানব সম্পদ উন্নয়ন” কথাটির প্রতি ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশের মানুষকে তার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে মানব সম্পদের উন্নয়ন কথাটা কাঁঠালের আমসত্ত্বে পরিণত হবে।



রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েবস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্থপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলিকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ অনুদান : ৩ টাকা